সহীহ হাদীসের আলোকে

বিপদ-আপদ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির দু'আ

মূল ঃ সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহ্তানী
তাহক্বীক ঃ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)

গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা
আমির জামান ও নাজমা জামান

ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ

Social Engineering Series 1 to 12 (Collect your copy)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
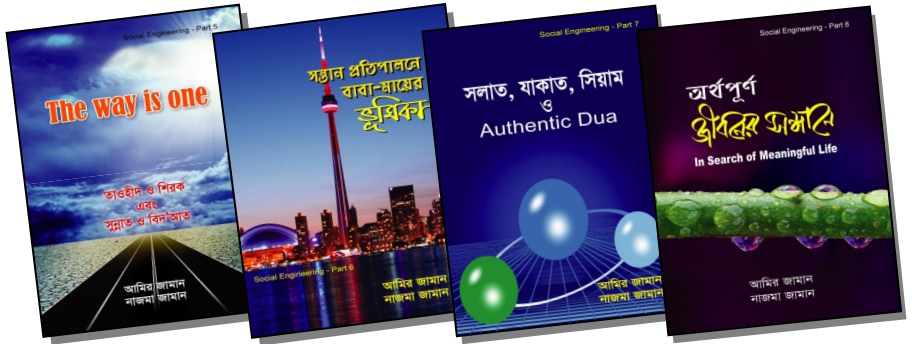
দু'আ সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক সময় নানা রকম দুঃচিন্তা ও বিপদ-আপদ এসে থাকে। এগুলো থেকে কেউ-ই মুক্ত নয়। যদিও এগুলো এসে থাকে মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ। তাই যেকোন দুঃচিন্তা ও বিপদ-আপদে বিচলিত হওয়া ঠিক না, বরং আমাদেরকে ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং সহীহ হাদীসে যেভাবে দুঃচিন্তা ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্তির জন্য দু'আ করতে বলা হয়েছে ঠিক সেভাবেই দু'আ করতে হবে। মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। তাহলেই ধৈর্যের পরীক্ষায় পাশ করা যাবে এবং বিপদ কেটে যাবে ইন্‌শাআল্লাহ।

দুঃচিন্তা ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্তির জন্য কিছু দু'আ আছে যা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় পড়তে হয়। আবার কিছু দু'আ আছে যা প্রতিদিন সলাতের মধ্যে পড়তে হয়। আবার কিছু দু'আ আছে যা বিপদ দেখলে বা আসলে পড়তে হয়।

ভিত্তিহীন কিছু দু'আ ঃ বাজারে বিভিন্ন ভিত্তিহীন অজিফার বই পাওয়া যায় তার মধ্যে আছে 'দু'আয়ে গঞ্জল আরশ' এবং 'আহাদ নামা', যার ফজিলত খুবই মারাত্মক। এই ধরনের দু'আ কোন সহীহ হাদীসে নেই, অর্থাৎ রসূল (সা.) এই ধরনের কোন প্রকার দু'আ তার উম্মতদের জন্য দিয়ে যান নাই, তাই এইগুলো পড়া ও আমল করা সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত ও গুনাহের কাজ।

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে দুঃচিন্তা ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত রাখুন। আমীন।।

জাযাকআল্লাহু খায়রন

আমির জামান
নাজমা জামান

বিপদ-আপদ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির দু'আ

Amir Zaman
Nazma Zaman

Phone: 647-280-9835
Email: amiraway@hotmail.com
www.themessagecanada.com

1st Edition: July 2014

Please contact for your copy

Toronto Islamic Centre (TIC)
575 Yonge St. Toronto, Canada
647-350-4262

ATN Book Store
Danforth, Toronto, Canada
416-686-3134, 416-671-6382

Price: $3 (Three dollar)

Printed in Canada

Published by
Institute of Social Engineering, Canada
www.isecanada.org

সূচীপত্র

(১)
শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

আউ-যু বিল্লা-হি মিনাশ শাইত্ব-নির রজী-ম।

অর্থ ঃ আমি বিতারিত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(২)
যে ব্যক্তি সকালে সাতবার এবং সন্ধ্যায় সাতবার পাঠ করবে ইহকাল ও পরকালের সকল চিন্তা-ভাবনার জন্য আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন (আবু দাউদ)

حَسْبِيَ اللهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

হাসবিইয়াল্লা-হু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রব্বুল 'আরশিল 'আযী-ম।

অর্থ ঃ আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো সত্তা (ইলাহ) নেই, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি, তিনি মহান আরশের অধিপতি।

(৩)
অনিষ্টকর সৃষ্টির অপকার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা
(সকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করা)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

আউ'যু বিকালিমা-তিল্লাহিত তাম্মা-তি মিন শাররি মা-খলাক্ব ।

অর্থ ঃ আল্লাহর পূর্ণ গুণাবলীর বাক্য দ্বারা তাঁর নিকট আমি অনিষ্টকর সৃষ্টির অপকার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (তিরমিযী, আহমাদ, সহীহ মুসলিম)

(৪)
দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তার কামনায়
(সকাল ও সন্ধ্যায় একবার পাঠ করা)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي، وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকাল 'আফওয়া ওয়াল 'আ-ফিয়াতা ফিদদুনইয়া ওয়াল আ-খিরতি। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকাল আফওয়া ওয়াল 'আ-ফিয়াতা ফী দ্বীনী ওয়াদুনইয়া-ইয়া ওয়া আহলী, ওয়া-মা-লী। আল্লা-হুম্মাসতুর 'আউর-তী ওয়ামিন রও'আ-তী। আল্লাহুম্মাহফায্নী মিম বাইনি ইয়াদাইয়্যা ওয়ামিন খলফী ওয়া 'আন ইয়ামীনী ওয়া 'আন শিমা-লী ওয়া মিন ফাউক্বী, ওয়া আ'উযু বি'আযামাতিকা আন উগতা-লা মিন তাহ্তী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ইহকাল ও পরকালের ক্ষমা নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট স্বীয় দ্বীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি ক্ষমা আর কামনা করছি আমার দ্বীন ও দুনিয়ার, আমার পরিবার-পরিজনের এবং আমার সম্পদের নিরাপত্তা। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপন দোষ-ত্রুটিসমূহ ঢেকে রাখ, দুচিন্তা ও উদ্বিগ্নতাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিরাপদ রাখ আমার সম্মুখের সকল বিপদ হতে এবং পশ্চাতের বিপদ হতে, আমার ডানের বিপদ হতে এবং বামের বিপদ হতে, আর আকাশ থেকে আপতিত শাস্তি হতে। তোমার মহত্ত্বের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিম্নদেশ হতে আগত বিপদ হতে, [তথা মাটি ধ্বসে আকস্মিক মৃত্যু হতে।] (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

(৫)
নিজ প্রবৃত্তি, শয়তান এবং শিরকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা (সকাল ও সন্ধ্যায় একবার)

اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءاً، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ

আল্লা-হুম্মা ’আ-লিমাল গইবী ওয়াশ শাহা-দাতি ফাত্বিরস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ, রব্বা কুল্লি শাইয়্যিন ওয়া মালীকাহু, আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা আউ’যুবিকা মিন শাররি নাফসী ওয়ামিন শাররিশ শাইত্ব-নি ওয়াশিরকিহ; ওয়া আন আক্বতারিফা ’আলা নাফসী সূ’আন আউ আজুররহু ইলা মুসলিম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জান। আকাশ ও পৃথিবীর তুমি সৃষ্টিকর্তা। তুমি সব বস্তুর প্রতিপালক এবং সমস্ত কিছুর মালিক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো সত্তা (ইলাহ) নেই। আমি আমার কুপ্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে আর শয়তান এবং তার দ্বারা প্ররোচিত শিরকের অনিষ্ট হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি নিজের অনিষ্ট হতে এবং কোনো মুসলিমের অনিষ্ট করা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

(৬)
কোনোরূপ অনিষ্ট সাধন থেকে রক্ষা
(তিনবার সকাল ও সন্ধ্যায় পড়তে হবে)

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা ইয়াদুররু মা 'আসমিহি শাই'উন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামা-য়ী ওয়াহুয়াস সামী'উল 'আলীম।

অর্থ ঃ আমি সেই আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি যার নামে শুরু করলে আকাশ ও পৃথিবীর কোনো বস্তুই কোনোরূপ অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। বস্তুত তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

(৭)
ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় পেলে যে দু'আ পড়তে হয়

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ

আউ'যু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মা-তি মিন গদ্ববিহি ওয়া ইক্ব-বিহি, ওয়া শাররি 'ইবা-দিহি, ওয়া মিন হামাযা-তিশ শাইয়াত্বীনি ওয়া আয়য়্যাহদ্বুরু-ন।

অর্থ ঃ আমি পরিত্রাণ চাই আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের মাধ্যমে তাঁর ক্রোধ হতে এবং তাঁর শাস্তি হতে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট হতে, শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে এবং তাদের উপস্থিতি হতে। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

(৮)
দু'আ কুনূত

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، [وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ]، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

আল্লা-হুম্মাহদিনী ফীমান হাদাইতা, ওয়া 'আ-ফিনী ফীমান আফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা, ওয়াবা-রিক্‌লী ফীমা আ'ত্বইতা, ওয়াক্বিনী শার্‌রা মা-ক্বদাইতা, ফাইন্নাকা তাক্বদী ওয়া লা-ইয়ূক্বদা 'আলাইকা, ইন্নাহু লা-ইয়াযিল্‌লু মান ওয়া লাইতা, [ওয়ালা-ইয়া 'ইয্‌যু মান 'আ-দাইতা], তাবা-রকতা রব্বানা ওয়া তা'আ-লাইত।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছ, আমাকেও সঠিক পথ দেখিয়ে তাদের অন্তর্ভূক্ত কর। যাদের তুমি ক্ষমা ও সুস্থতা দান করেছ, আমাকেও ক্ষমা এবং সুস্থতা দান করে তাদের অন্তর্ভূক্ত কর। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছ, আমাকেও তাদের অন্তর্ভূক্ত কর।

তুমি যা কিছু প্রদান করেছ, আমার জন্যে তাতে বরকত/প্রাচুর্য দান কর। তুমি যে অমঙ্গল নির্দিষ্ট করেছো তা হতে আমাকে রক্ষা কর। তুমিই প্রকৃত সিদ্ধান্তকারী, আর তোমার উপর অন্য কারো সিদ্ধান্ত চলে না। তুমি যার অভিভাকত্ব গ্রহণ করেছ, তাকে কেউ অপদস্থ করতে পারে না। যে তোমার শত্রু হয়েছে, তাকে ইয্যত দান করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের প্রভু, বিরাট প্রাচুর্যশীল, অতিশয় মহান তুমি।[আবু দাউদ, আহমাদ, দারাকুতনী, বাইহাকী]

কুনূতে নাযেলা ঃ কোন বিপদে পড়লে বা মুসলিম জাতির উপর কোন বালা-মুসীবাত আসলে বা কোন শত্রুর দ্বারা নির্যাতিত হলে আল্লাহর রসূল (সা.) কুনূতে নাযেলা পড়তেন।

আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়ে] কুনূত ফযর ও মাগরিবের সলাতে পড়া হত। (সহীহ বুখারী হাদীস # ৭৯৮)

তিনি ফযর ও মাগরিবের সলাতে জামাতে দু'আ কুনূত পড়তেন। এছাড়া বিতর সলাতেও দু'আ কুনূত নিয়মিত পড়া হয়ে থাকে।

(৯)
বিপদ ও দুশ্চিন্তায় পড়লে মুক্তির জন্য দু'আ

اللّٰهُــمَّ إِنِّي عَبْــدُكَ ابْنُ عَبْــدِكَ ابْنُ أَمَتِــكَ نَاصِيَتِي
بِيَــدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤكَ أَسْأَلُــكَ
بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّــيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَــهُ فِي
كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْــتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِــكَ أَوِ اسْتَــأْثَرْتَ بِهِ
فِي عِلْمِ الغَيْــبِ عِنْــدَكَ أَنْ تَجْــعَلَ القُرْآنَ رَبِيــعَ قَلْبِــي،
وَنورَ صَــدْرِي وجَلَاءَ حُــزْنِي وذَهَابَ هَمِّــي

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আবদুকা ইবনু আবদিকাবনু 'আমাতিকা, না-সিয়াতী বিইয়াদিকা, মা-দ্বিন ফি-ইয়্যা হুকমুকা, 'আদলুন ফি-ইয়্যা ক্বদ্বা-'উকা, আস'আলুকা বিকুল্লিসমিন হুওয়া লাকা, সাম্মাইতা বিহি নাফসাকা, আউ আনযালতাহু ফী কিতা-বিকা, আউ 'আল্লামতাহু আহাদাম মিন খলক্বিকা, আওয়িসতা'সারতা বিহি ফী 'ইলমিলগইবি 'ইনদাকা আন তাজ'আলাল কুর'আ-না রাবী'আ-ক্বালবী, ওয়া নূরা সদরী ওয়া জালা-'আ হুযনী ওয়া যাহা-বা হাম্মী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা এবং তোমারই এক বান্দার পুত্র আর তোমার এক বান্দীর পুত্র। আমার ভাগ্য তোমার হাতে, আমার ওপর তোমার নির্দেশ কার্যকর, আমার প্রতি তোমার ফায়সালা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি সেই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির বদৌলতে যে নাম তুমি নিজের জন্য নিজে রেখেছ অথবা তোমার যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছ, অথবা তোমার সৃষ্ট জীবের মধ্যে কাকেও যে নাম শিখিয়ে দিয়েছ, অথবা স্বীয় ’ইলমের ভান্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছ। তোমার নিকট এই বিনীত প্রার্থনা জানাই যে, তুমি কুরআন মজীদকে বানিয়ে দাও আমার হৃদয়ের জন্য প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার অপসারণকারী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিদূরণকারী। (আহমাদ)

(১০)

বিপদ ও দুশ্চিন্তায় পড়লে মুক্তির জন্য দু’আ

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَ الْحُزْنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ والبُخْلِ والجُبْنِ، وضَلْعِ الدَّيْنِ وغَلَبَةِ الرِّجال

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ’উযুবিকা মিনাল হাম্মি-ওয়াল হুযনি, ওয়াল ’আজযি ওয়াল কাসালি, ওয়াল বুখ্‌লি ওয়ালজুব্‌নি, ওয়াদ্বল’ইদদাইনি ওয়াগলাবাতির রিজা-ল।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সকল চিন্তা-ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে, এবং ঋণের বোঝা থেকে ও দুষ্ট লোকের জবরদস্তি (বলপ্রয়োগ) থেকে। (সহীহ্ বুখারী)

(১১)
বিপদাপদে পড়লে মুক্তির জন্য দু'আ

لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمْ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوّاتِ ورّبُّ الأَرْضِ ورَبُّ العَرْشِ الكَرِيم

লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল আযীমুল হালীম, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রব্বুল আরশিল আযীম, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রব্বুস সামা-ওয়াতি ওয়া রব্বুল আরদি ওয়া রব্বুল 'আরশিল কারীম।

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি মহান, সহনশীল। 'আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি মহান আরশের প্রভু। আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু এবং মহান আরশের অধিপতি। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

(১২)

শত্রু এবং শক্তিধর ব্যক্তির সাক্ষাৎকালে দু'আ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ.

আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজ 'আলুকা ফী নুহুরিহিম ওয়া না'উযু বিকা মিন শুরূরিহিম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি শত্রুদের শত্রুতা ও তাদের ক্ষতিসাধনের মোকাবিলায় তোমাকে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আহমাদ, আবু দাউদ)

(১৩)

শত্রু এবং শক্তিধর ব্যক্তির সাক্ষাৎকালে দু'আ

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي، وَأَنْتَ نَصِيرِي، بِكَ أَجُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أُقَاتِلُ.

আল্লা-হুম্মা আনতা 'আদুদী; ওয়া আনতা নাসীরী বিকা আজূলু, ওয়া বিকা 'আসূলু, ওয়া'বিকা উক্বা-তিলু।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমিই আমার শক্তি, তুমিই আমার সাহায্যকারী, তোমার সাহায্যে আমি শত্রুর সম্মুখীন হই, তোমারই সাহায্যে আমি যুদ্ধ করি। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

(১৪)
কোনো গোষ্ঠীকে ভয় পেলে যা বলতে হয়

اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ.

আল্লা-হুম্মাকফিনীহিম বিমা শি'তা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এদের বিরুদ্ধে তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট, ইচ্ছামত সেরূপ আচরণ কর যেরূপ আচরণের তারা যোগ্য। (সহীহ মুসলিম)

(১৫)
শত্রুর বিরুদ্ধে দু'আ

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعُ الْحِسَابِ
اهْزِمَ الأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ
وَزَلْزِلْهُمْ.

আল্লা-হুম্মা আনতা মুনযিলাল কিতা-বি, সারী'আল হিসা-বিহাযিমিল আহযা-ব। আল্লা-হুম্মাহ্‌যিমহুম ওয়া যাল্‌যিলহুম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! কিতাব নাযিলকারী, ত্বরিৎ হিসাবগ্রহণকারী, শত্রুবাহিনীকে পরাজিত ও প্রতিহত কর, তাদেরকে দমন ও পরাজিত কর, তাদের হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি করে দাও। (সহীহ মুসলিম)

(১৬)
কোনো গোষ্ঠীকে ভয় পেলে যা বলতে হয়

اللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً
وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً.

আল্লা-হুম্মা লা সাহলা ইল্লা মা-জা'আলতাহু সাহ্লান, ওয়া আনতা তাজ'আলুল হাযনা ইযা শি'তা সাহলান।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! কোনো কাজই সহজসাধ্য নয় তুমি সহজসাধ্য করে না দিলে। যখন তুমি ইচ্ছা কর তখন দুশ্চিন্তাকেও সহজসাধ্য (তথা দূর) করে দিতে পার। (ইবনে হিব্বান, ইবনে সুন্নী)

(১৭)
সৃষ্টির অনিষ্ট হতে শিশুদের রক্ষার দু'আ

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ
شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ.

উ'য়ীযুকুমা বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন কুল্লি শাইতানিন, ওয়াহাম্মাতিন ওয়ামিন কুল্লি আ'ইনিল লাম্মাহ।

অর্থ ঃ আমি তোমাদের দু'জনকে আল্লাহর নিকট পূর্ণ গুণাবলির বাক্য দ্বারা সকল শয়তান, বিষধর জন্তু ও ক্ষতির চক্ষু (বদনযর) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (সহীহ বুখারী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত দু'আটি দু'জন ছেলে সন্তানের জন্য। যদি একজন ছেলে হয় সেক্ষেত্রে উ'য়ীযুকা (তোমাকে [ছেলে]) বলতে হবে। আর যদি একজন মেয়ে হয় সেক্ষেত্রে উ'য়ীযুকি (তোমাকে [মেয়ে]) বলতে হবে। আর যদি দুই এর অধিক সন্তান হয় সেক্ষেত্রে সবাই ছেলে হলে উ'য়ীযুকুম (তোমাদের [ছেলে]) এবং মেয়ে হলে উ'য়ীযুকুন্না (তোমাদের [মেয়ে]) বলতে হবে।

(১৮)
যে কোনো বিপদে পতিত ব্যক্তির দু'আ

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِي
فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا.

ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা-জি'উন, আল্লা-হুম্মা আজুরনী ফী মুসীবাতী ওয়া আখলিফ লী খাইরাম মিনহা।

অর্থ ঃ আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আমাকে আমার বিপদের বিনিময়ে সওয়াব দাও এবং উহা অপেক্ষা উত্তম স্থলাভিষিক্ত কিছু প্রদান কর। (সহীহ মুসলিম)

(১৯)
বিপদগ্রস্ত কোন লোককে দেখে যে দু'আ পড়তে হয়

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً.

আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী 'আ-ফা-নী মিম্মাবতালা-কা বিহী, ওয়া ফাদ্বদ্বলানী 'আলা কাসীরিন মিম্মান খলাক্বা তাফদ্বীলা।

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি তোমাকে যে বিপদ দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করেছেন তা হতে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং তার সৃষ্টির অনেকের চেয়ে আমাকে অধিক অনুগৃহীত (দয়া) করেছেন। (তিরমিযী)

(২০)
দুষ্ট জিন ও দুষ্ট মানুষের অনিষ্ট ও হিংসা থেকে রক্ষা পাওয়ার দু'আ

সূরা ফালাক ঃ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ () مِن شَرِّ مَا خَلَقَ () وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ () وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ () وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ()

কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক্ব, মিন শাররি মা-খলাক্ব, ওয়া মিন শাররি গ-সিক্বিন ইযা ওয়াক্বব, ওয়া মিন শাররিন নাফফা-ছা-তি ফিল উক্বদ, ওয়ামিন শাররি হা-সি-দিন ইযা হাসাদ।

অর্থ ঃ হে রসূল! তুমি বলো, আমি সকাল বেলার রবের নিকট আশ্রয় চাই। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট হতে, যখন তা ছেয়ে যায়। এবং গিরায় ফুঁকদানকারিনীর অনিষ্ট থেকে। আর হিংসুকের হিংসা হতে, যখন সে হিংসা করে।

সূরা নাস ঃ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ () مَلِكِ ٱلنَّاسِ () إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ () مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ () ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ () مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ()

কুল আ'উযু বিরাব্বিন্না-স্, মালিকিন্না-স, ইলা-হিন্ না-স, মিন শাররিল ওয়াস্ ওয়া সিল খন্না-স, আল্লাযী ইয়ুওয়াসওয়িসু ফীসূদুরিন্নাস, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্ নাস।

অর্থ ঃ হে রসূল! তুমি বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের রবের নিকট। মানুষের বাদশাহর নিকট। মানুষের ইলাহর নিকট। প্ররোচনাকারীর অনিষ্ট হতে, যে অদৃশ্য হতে বারবার এসে ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে যায়। যে মানুষের অন্তরে প্ররোচনা দেয়। সে জিনের মধ্য থেকে হোক আর মানুষের মধ্য থেকে হোক।

(২১)
বিপদাপদের দু'আ

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

আল্লা-হুম্মা রহমাতাকা আরজু ফালা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বরফাতা আ'ইনিন ওয়া আসলিহ লী শা'নী কুল্লাহ, লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমারই রহমতের প্রত্যাশা আমি, সুতরাং তুমি চোখের পলক পরিমাণ এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার নিজের ওপর ছেড়ে দিও না, তুমি আমার সমস্ত কাজ সুন্দর করে দাও, তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। (আহমাদ, আবু দাউদ)

(২২)
বিপদাপদের দু'আ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা সুবহা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনায যোয়ালিমীন।

অর্থ ঃ তুমি ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয় আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত। (তিরমিযী)

এই দু'আটি বিপদে পড়লে পড়তে হয় তবে নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নেই।

বিশেষ নোট ঃ উপরের এই দু'আটি আমাদের দেশে দু'আ ইউনুস নামে পরিচিত। এটি সূরা ইউনুস এর একটি আয়াত। তবে বিভিন্ন বইয়ে এই দু'আটি ৫০০ বার বা ১০০০ বার বা ৫০,০০০ বার বা ১২৫,০০০ বার ইত্যাদি বিভিন্ন সংখ্যায় পরার যে নিয়ম আছে তা সহীহ হাদীস ভিত্তিক নয়। আল্লাহর রসূল (সা.) এর এই ধরণের কোন প্রেসক্রিপশন নেই। আবার আমাদের দেশে কোন বিপদে পড়লে শুআ লক্ষবার এই দু'আ পড়া হয় যাকে 'খতমে ইউসুস' বলা হয়। এই ধরণের 'খমতে ইউনুস' নামে কোন সহীহ হাদীসের দলিল নেই এবং সুআ লক্ষবার পড়ারও কোন নিয়ম নেই। এই ধরণের কাজ বিদ'আত।

(২৩)
নিরাপত্তার দু'আ
(সকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করতে হবে)

اللّهُـــمَّ عافِـــنِي في بَدَنـــي ، اللّهُـــمَّ عافِـــنِي في سَمْـــعي ، اللّهُـــمَّ عافِـــنِي في بَصَـــري ، لا إلهَ إلاّ أَنْـــتَ

اللّهُـــمَّ إِنّـــي أَعـــوذُبِكَ مِنَ الْكُـــفر ، وَالفَـــقْر ، وَأَعـــوذُبِكَ مِنْ عَذابِ القَـــبْر ، لا إلهَ إلاّ أَنْـــتَ

'আল্লা-হুম্মা 'আফিনী ফী বাদানী, আল্লা-হুম্মা 'আফিনী ফী সাম'ঈ, আল্লা-হুম্মা 'আফিনী ফী বাসারী লা-ইলা-হা ইল্লা-আন্ত, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউ'যু বিকা মিনাল কুফরি, অলফাক্বরি অ আউ'যুবিকা মিন 'আযা-বিল ক্ববর, লা-ইলা-হা ইল্লা-আনত।'

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার দেহের নিরাপত্তা দান কর, আমার কর্ণের নিরাপত্তা দান কর, আমার চোখের নিরাপত্তা দান কর। হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই। হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফরী এবং দারিদ্র্যতা থেকে, আমি তোমার আশ্রয় কামনা করছি শাস্তি হতে। তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই। (আবু দাউদ, আহমাদ)।

(২৪)
আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, শয়নকালে আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হেফাযতের জন্য একজন ফিরিশতা পাহারায় নিযুক্ত থাকে যাতে শয়তান তার নিকটবর্তী হতে না পারে। (সহীহ বুখারী)

اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বইয়ূম। লা-তা’খুযুহু সিনাতুঁ ওয়ালা নাউম। লাহু মা ফিস্ সামা-ওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ। মান্ যাল্লাযী ইয়াশ্ফা’উ ইন্দাহু ইল্লা বিইয্নিহ। ইয়া’লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহুম, ওয়ালা ইউহিতুনা বিশাইয়িম মিন ’ইলমিহি ইল্লা বিমা-শা-আ। ওয়াসি’আ কুরসিইয়ুহুস সামা-ওয়া-তে ওয়াল আরদ। ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফ্যুহুমা ওয়া হুওয়াল ’আলীয়্যুল ’আযীম। (সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৫৫)

অর্থ ঃ আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য (ইলাহ) নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? তাদের [মানুষদের] সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। যা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না। তাঁর আসন (কুর্সি) আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এদের রক্ষণাবেক্ষণ (কুর্সি) তাঁকে ক্লান্ত করে না, এবং তিনি সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা মহান।

(২৫)
বিপদে পড়লে যা মনে করতে হয়

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দুর্বল মুমিন অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। প্রত্যেক বস্তুতেই (কিছুনা কিছু) কল্যাণ নিহিত আছে। যা তোমাকে উপকৃত করবে তুমি তার প্রত্যাশী হও। আর মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো এবং নিজে পরাভূত মনে করো না। যদি কোন কিছু (দুঃখ-কষ্ট বা বিপদ-আপদ) তোমার উপর আপতিত হয়, তবে সেই অবস্থায় একথা বলো না যে, যদি আমি একাজ করতাম বরং বলো আল্লাহ উহা নির্ধারণ করেছেন বলে ঘটেছে, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ঘটে থাকে। কেননা, ‘যদি’ কথাটি শয়তানের কুমন্ত্রণার দ্বার খুলে দেয়। (সহীহ মুসলিম)

রেফারেন্স ঃ

হিসনুল মুসলিম
অনুবাদ ঃ মো. এনামুল হক
মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পাদনায় ঃ মো. রকীবুদ্দীন হুসাইন
সাধারণ কার্যালয় ঃ ইসলামী গবেষণা ও ফতওয়া অধিদপ্তর, রিয়াদ